ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৩২ ● কলকাতা ● ০২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১৭ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শুক্রবার সকাল থেকেই ফের উত্তেজনা বিকাশ ভবনের সামনে

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

চাকরিহারা শিক্ষকরা আজ সারা রাজ্যজুড়ে ধিক্কার দিবস পালন করছে। বৃহস্পতিবারের ঘটনার পরেও আজ, শুক্রবার বিকাশ ভবনের সামনে তারা অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছে। গতকাল গেট ভাঙার পর বিকাশ ভবনের সামনে বিরাট ব্যারিকেড করা ছিল। আজ সকালে আন্দোলনকারীরা পুলিশের সামনেই জোর করে টেনে সেই ব্যারিকেড সরিয়ে দেন। পুলিশ এগিয়ে আসতেই বিকাশ ভবনের

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

পুলিশের অতি সক্রিয়তা নিয়ে হাইকোর্টে আইনজীবী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- বৃহস্পতিবার সারাদিন ধরে বিকাশভবনে যে ঘটনা ঘটলো তা সভ্যতার লজ্জা। শিক্ষকদের পেটালো পুলিশ। আহত বেশ কয়েকজন শিক্ষক। আহত হয়েছেন পুলিশকর্মীও। মুর্শিদাবাদে ঘটনার পরে কয়েক ঘন্টা পুলিশ ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, আর শিক্ষকদের লাঠিপেটা করাতে পুলিশের অতি সক্রিয়তা নিয়ে বিধাননগর কমিশনারেটের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানালেন এক আইনজীবী। দুপুরের বিকাশ ভবনের গেট ভেঙে ঢুকে পড়েন আন্দোলনকারীরা। রাত বাড়তেই আরও বাড়ে উত্তেজনা, আন্দোলনকারীদের উপরে লঠিচার্জের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত এক পুলিশকর্মীও। গত রাতের এই ঘটনা নিয়ে এবার বিধাননগর কমিশনারেটের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানালেন আইনজীবী রাজনীল

এরপর ৩ পাতায়

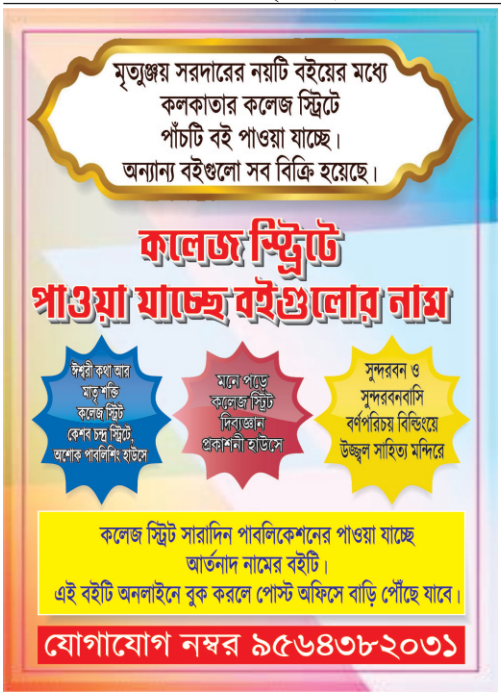

এনভিডিয়া আরটিএক্স 5000 দ্বারা চালিত এসুস রগ -এরসর্বশেষ ফ্লো, জেফাইরস এবং স্ট্রিক্স ল্যাপটপগুলি এখন ভারতে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নিউ দিল্লী, 13 মে 2025: ভারতের নেতৃস্থানীয় গেমিং ব্র্যান্ড, রিপাবলিক অফ গেমার্স (ROG), এসুস ইন্ডিয়া, আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে এনভিডিয়া আরটিএক্স 5000 সিরিজ দ্বারা চালিত তাদের 2025 রগ ল্যাপটপ লাইনআপ আজ থেকে ভারতীয় বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এই মাসের শুরুতে উন্মোচিত, নতুন রেঞ্জে রয়েছে উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন রগ স্ট্রিক্স স্কার 16/18, স্ট্রিক্স G16, জেফাইরস G16, জেফাইরস G14, এবং রূপান্তরযোগ্য ফ্লো Z13, যা গেমার এবং নির্মাতাদের জন্য তৈরি অত্যাধুনিক কর্মক্ষমতা, উন্নত কুলিং এবং এআই-চালিত ক্ষমতা প্রদানের করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

নতুন লাইনআপে গেমিং উৎসাহী, ক্যাজুয়াল গেমার এবং প্রফেশনালদের তাদের স্টাইলের সাথে মানানসই বিভিন্ন ধরণের পার্সোনালাইস্ড বিকল্প রয়েছে। ইন্টেল® কোর™ আলট্রা 9 প্রসেসর দ্বারা চালিত রগ স্ট্রিক্স স্কার 16/18 সিরিজের দাম যথাক্রমে 379,990 টাকা এবং 449,990 টাকা থেকে শুরু হবে। ইন্টেল® কোর™ আলট্রা 9 প্রসেসরযুক্ত জেফাইরস G16 এর দাম শুরু হবে 359,990 টাকা থেকে, অন্যদিকে এএমডি রাইজেন™ এআই 9 এইচএক্স প্রসেসরযুক্ত জেফাইরস G14 এর দাম শুরু হবে 279,990 টাকা থেকে। এএমডি রাইজেন™ এআই ম্যাক্স প্রসেসর দ্বারা চালিত নতুন ফ্লো Z13 এর দাম শুরু হবে 199,990 টাকা থেকে, এবং ইন্টেল® কোর™ আলট্রা 9 প্রসেসর সমন্বিত স্ট্রিক্স G16 এর দাম শুরু হবে 259,990 টাকা থেকে। এই পরবর্তী প্রজন্মের পোর্টফোলিওটি এসুস ই-শপ, ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, রগ-অনুমোদিত রিটেল বিক্রেতা এবং এসুস এক্সক্লুসিভ স্টোরের মাধ্যমে সারা দেশে পাওয়া যাবে।

বার্লাকে আইনি নোটিস শুভেন্দুর

বেবি চক্রবর্তী : কলকাতা

বৃহস্পতিবার জন বার্লা যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। তখনই বোঝা গিয়েছিল খেলা এখানেই থামবে না। এবার শুভেন্দুর আইনি নোটিশ পৌঁছলো তাঁর কাছে। যোগদান পর্বে বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গিয়েছে বার্লাকে। সরাসরি তোপ দেগেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। তাতেই ক্ষুব্ধ শুভেন্দু। এবার এক সময়ের সতীর্থ সেই বার্লার কাছে গেল শুভেন্দুর আইনি নোটিস। শুভেন্দুর আইনজীবীর

এরপর ৪ পাতায়

সৌগত রায়ের কোনো কথাই দলের কথা নয় - স্পষ্ট জানালো তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:-এবার বাধ্য হয়েই সাংসদ সৌগতের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ালো দল। এর আগে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদে যে মন্তব্য করেছিলেন সৌগত রায়, যা নিয়ে তুমুল সমালোচনা হয় দেশব্যাপী। এছাড়াও সৌগত রায় মন্তব্য করেন, 'ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ যেভাবে শেষ হল, তা ভারতের জন্য লজ্জার। এরকম ভাবে ট্রাম্পের কথায় রাজি হওয়া উচিত হয়নি।' তাঁর সংযোজন, 'পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ভারত সফল হয়নি। আর এই সিঁদুর-টিঁদুর হল মাসি সেন্টিমেন্ট। চটচটে আবেগ।' এছাড়াও অপারেশন সিঁদুর নানা জায়গায় নানা মন্তব্য ছড়িয়ে বেরিয়েছেন তিনি। যখন দলের অন্য সাংসদরা সিঁদুরকে 'সাফল্যের' ছবি হিসাবে দেখেছেন, সেই মুহূর্তে সৌগতর দাবি, 'কোনও যুদ্ধই হয়নি। গোটা ব্যাপারটাই হাস্যকর। ড্রোন এদিক ওদিক করেছে। দু-একটা মিসাইল এদিক ওদিক পড়েছে।' তৃণমূল সাংসদের 'বাড়াবাড়ি' দেখে কিন্তু ক্ষেপে যায় রাজ্য বিজেপি। বৃহস্পতিবার সৌগতর 'চটচটে' মন্তব্যকে হাতিয়ার করে প্রতিবাদে নামে রাজ্য বিজেপি। মুরলিধর সেন এলাকা থেকে চলে বিক্ষোভ মিছিল। পরিস্থিতির রাজনৈতিক গুরুত্ব বুঝে এবার সৌগতর পাশ থেকে সরে গেল তৃণমূলও।

(১ম পাতার পর)

শুক্রবার সকাল থেকেই ফের উত্তেজনা বিকাশ ভবনের সামনে

বাইরেই অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়েন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। চাকরি ফেরানোর দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। পাশাপাশি পুলিশকে দেখে ধিক্কার স্লোগানও দেন তারা।

পুলিশের সামনেই বসে পড়লেন তারা। চাকরি ফেরানোর দাবিতে স্লোগান দিচ্ছেন তারা। মোতায়েন রয়েছে পুলিশের বিপুল বাহিনী। বিকাশ ভবনের বাইরে বসেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন আন্দোলনকারীরা। রাতে উত্তেজনা বাড়ে। পুলিশের সঙ্গে কার্যত সংঘর্ষ বাধে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের।

আন্দোলনকারীদের উপরে লাঠিচার্জের অভিযোগ করা হয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে। পাল্টা ইট ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে চাকরিহারাদের বিরুদ্ধেও। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই বিকাশ ভবনের পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করেন সরকারি কর্মীরা। তাতেই ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। তাদের বাধা দেয় পুলিশ। মুহূর্তেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ইতিমধ্যেই পুলিশ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে। এরমধ্যে আজ সকাল হতেই নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয়। গতকাল গেট ভাঙার পর বিকাশ ভবনের সামনে যে ব্যারিকেড করা হয়েছিল, তা আজ সকালে ভেঙে সরিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা। বিকাশ ভবনের সামনেই অবস্থান বিক্ষোভ করবেন তারা, এমনটাই জানিয়েছেন।

(১ম পাতার পর)

পুলিশের অতি সক্রিয়তা নিয়ে হাইকোর্টে আইনজীবী

মুখোপাধ্যায়।

মার খেয়ে, রক্ত ঝড়িয়ে এখনও বিধাননগরে মাটি কামড়ে পরে আছেন তারা। তাদের দাবি তারা যোগ্য শিক্ষক, তাদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে হবে। রাতভর তারা বিকাশ ভবনের বাইরেই অবস্থান বিক্ষোভ করেন। কোনওভাবেই আর পরীক্ষায় বসবেন না তারা, সাফ জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাদের দাবি, চাকরি ফেরত দিতেই হবে। গতকালের ঘটনার প্রতিবাদে আজ ধিক্কার দিবস পালন করা হবে। নায্যভাবে চাকরি যতক্ষণ রাজ্য সরকার ফিরিয়ে দেবে না, ততক্ষণ এভাবেই বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনে চলবে বলে জানিয়েছেন যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ নাগরিক মহল। এদিকে সকালে তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত বিকাশভবনে গিয়ে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষক ও সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে।

ইস্পাত মন্ত্রকের নতুন ওয়েবসাইটের সূচনা

নয়াদিল্লি, ১৬ মে, ২০২৫

কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও ভারি শিল্পমন্ত্রী শ্রী এইচ ডি কুমারস্বামী আজ নতুন দিল্লির উদ্যোগ ভবনে ইস্পাত মন্ত্রকের নতুন ওয়েবসাইটের সূচনা করেছেন।

স্বচ্ছতা, সহজে ব্যবহারযোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই নতুন ওয়েবসাইটটি তৈরি করা হয়েছে। এটি আধুনিক এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব।

ওয়েবসাইটটিতে খুব সহজেই প্রাসঙ্গিক তথ্য খুঁজে বের করা যায়।

এই ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারীরা নীতিগত নথি, শিল্প সংক্রান্ত তথ্য এবং বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য পাবেন। সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষা ও মন্ত্রকের অনলাইন উপস্থিতির অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য ওয়েবসাইটটিতে সর্বশেষ সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটটি ভারত সরকারের ওয়েবসাইট সংক্রান্ত সর্বশেষ নির্দেশিকার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যা দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি সহ সকল নাগরিকের ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। যাতে সাধারণ মানুষের কাছে আরও ভালোভাবে পৌঁছতে পারে তার জন্য এই ওয়েবসাইটটি বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যাবে।

এই নতুন ওয়েবসাইটটি ভারতীয় ইস্পাত ক্ষেত্রের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি এবং বৃদ্ধির বিষয়ে প্রচারের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ওয়েবসাইটটি ভারতীয় ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করবে। এরমধ্যে রয়েছে উৎপাদন পরিসংখ্যান, নীতি সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উদ্যোগের বিবরণ। অনুষ্ঠানে ইস্পাত মন্ত্রকের সচিব শ্রী সন্দীপ পৌণ্ড্রিক এবং মন্ত্রকের অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ফের গুরুতর অসুস্থ পরিচালক প্রভাত রায়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:-টলিপাড়ায় ফের খারাপ খবর। ফের গুরুতর অসুস্থ টলিপাড়ার স্বনামধন্য পরিচালক প্রভাত রায়। তড়িঘড়ি পরিচালককে দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিচালক প্রভাত রায়ের অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ভক্তরা। এখন কেমন আছেন পরিচালক,তা জানতেই সকলেই মুখিয়ে রয়েছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন পরিচালক। ডায়ালিসিস চলছিল। আচমকা শারীরিক অবস্থার অবনতি হতেই তড়িঘড়ি ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরিচালককে। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে অস্ত্রোপচার হয়েছে পরিচালকের। এখন আগের থেকে কিছুটা ভাল রয়েছেন পরিচালক। তবে আশঙ্কা পুরোপুরি কাটেনি, তেমনটাই জানিয়েছেন চিকিৎসক। এর আগেও শরীরে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল প্রভাত রায়কে। একতা সংবাদমাধ্যমকে জানান, দু-দিনের জন্য হায়দরাবাদে যেতে হয়েছিল। রাতে ভিডিও কল ফোন করতেই দেখি চোখের নীচটা ফুলেছে। রক্তচাপও কিছুটা বেড়েছিল, তারপর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, প্যামক্যাথে সংক্রমণ হয়েছে, অস্ত্রোপচারও হয়েছে। আপাতত, সংক্রমণ কমানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন চিকিৎসকেরা।

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই এখন জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতির অংশ, আমরা এই ছায়া যুদ্ধকে নির্মূল করবো : ভূজ বায়ুসেনা ঘাঁটিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

"সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই কেবল নিরাপত্তার বিষয় নয়, এটি এখন জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতির অংশ হয়ে উঠেছে। আমরা এই ছায়া যুদ্ধকে নির্মূল করবো"। গুজরাটে ভূজ বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বিমান যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় একথা বলেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বর্তমানে সংঘর্ষ বিরতির অর্থ হল, ভারত পাকিস্তানের আচরণের ওপর নজর রেখেছে। যদি তাদের আচরণে উন্নতি হয় তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু যদি তারা কোনোও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে তাহলে তার কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী স্পষ্ট জানান যে, অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি। তিনি বলেন, "আমাদের পদক্ষেপগুলি কেবল একটি ট্রেলার ছিল। প্রয়োজনে আমরা সম্পূর্ণ ছবি দেখাবো। সন্ত্রাসের ওপর হানা এবং নির্মূল করা নতুন ভারতের নিউ নর্মাল"।

ভারতের ধ্বংস করা সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণ শুরু করেছে পাকিস্তান, বলে উল্লেখ করেন শ্রী রাজনাথ সিং। ইসলামাবাদকে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)-এর এক বিলিয়ন ডলার আর্থিক সাহায্য পুনর্বিবেচনা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনও সহায়তা প্রদান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি। শ্রী সিং বলেন, "পাকিস্তান তার নাগরিকদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে প্রায় ১৪ কোটি টাকা রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত জঙ্গি জৈশ-ই-মহম্মদ সংগঠনের প্রধান মাসুদ আজহারকে দেবে। পাকিস্তান সরকার মুরিদকে এবং বাহাওয়ালপুরে অবস্থিত লস্কর-ই-তৈবা ও জৈশ-ই-মহম্মদের জঙ্গি পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণাও করেছে। অবশ্যই আইএমএফ-এর এক বিলিয়ন ডলারের সাহায্যের একটা বড় অংশ সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামোয় ব্যবহার করা হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থা, আইএমএফ-এর দ্বারা এটি পরোক্ষ আর্থিক সাহায্য হিসেবে বিবেচিত হবে না? পাকিস্তানকে যে কোনও আর্থিক সাহায্য সন্ত্রাসবাদী তহবিলের চেয়ে কম নয়। ভারত আইএমএফ-কে যে অর্থ দেয় তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাকিস্তান অথবা অন্য কোনও দেশে জঙ্গি পরিকাঠামো তৈরিতে ব্যবহার করা উচিত নয়।"

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কার্যকরী ভূমিকা প্রশংসনীয়। এমনকি বিশ্বজুড়ে তা প্রশংসিতও হয়েছে। মাত্র ২৩ মিনিটের মধ্যে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি শিবির ধ্বংস করার জন্য বিমান যোদ্ধাদের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "যখন শত্রু ভূখণ্ডের ভিতর ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন বিশ্ব ভারতের বীরত্ব ও শক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিল।" তিনি আরও বলেন, ভারতীয় বিমান বাহিনী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছে। অপারেশন চলাকালীন তারা কেবল শত্রুদের ওপর আধিপত্যই বিস্তার করেনি, তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে।

শ্রী রাজনাথ সিং উল্লেখ করেন যে, ভারতের যুদ্ধ বিমান সীমান্ত অতিক্রম না করেই পাকিস্তানের প্রতিটি কোনে আঘাত হানতে সক্ষম। তিনি বলেন, "বিশ্ব দেখেছে কীভাবে ভারতীয় বিমান বাহিনী জঙ্গি ঘাঁটি এবং পরে পাকিস্তানের বিমান ঘাঁটি ধ্বংস করেছে। ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রমাণ করে দিয়েছে যে ভারতের যুদ্ধ নীতি এবং প্রযুক্তি পরিবর্তিত হয়েছে। তারা নতুন ভারতের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে যে আমরা শুধুমাত্র বিদেশ থেকে আমদানি করা অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল নই, মেড ইন ইন্ডিয়া সরঞ্জাম আমাদের সামরিক শক্তির অংশ হয়ে উঠেছে। ভারতের তৈরি অস্ত্র দুর্ভেদ্য।"

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন যে, পাকিস্তান নিজে থেকেই 'ব্রহ্মস' ক্ষেপনাস্ত্রের শক্তির কথা স্বীকার করে নিয়েছে। ভারতের তৈরি এই ক্ষেপনাস্ত্র রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানকে দিনের আলো দেখিয়েছে। তিনি ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের প্রশংসা করে বলেন, ডিআরডিও-র তৈরি আকাশ এবং অন্য রাডার ব্যবস্থাপনা অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ঊনত্রিশতম পর্ব)

একশত মুখ, দুইশত বাহু, প্রতিটি মুখ ত্রিনয়ন-বিশিষ্ট, ভয়ঙ্কর এবং সমান আকৃতি বিশিষ্ট শক্তি দ্বারা পরিবৃতা।লক্ষ্মী দেবীর রূপ বিশ্লেষণ করে রজোগুণেরই আধিক্য পাওয়া যায়। হিরণ্যবর্ণ, স্বর্ণমুকুট, নানা অলঙ্কার, হস্তিদের ছেটানো অমৃত-জলে স্নান প্রভৃতি বিষয়গুলো প্রকৃতির রজোগুণকেই সূচিত করে। দেবীর হাতে পদ্ম এবং তিনি পদ্মের উপর বসে থাকেন অর্থাৎ পদ্মের সাথে দেবীর একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। পদ্ম হল সূর্যের প্রতীক। আর সূর্য হল বিষ্ণুরই এক রূপ। বিষ্ণুর হাতেও পদ্ম রয়েছে।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

বার্লাকে আইনি নোটিস শুভেন্দুর

দাবি, এদিন তৃণমূলে যোগদানের সময় প্রেস মিটে শুভেন্দুকে নিয়ে যে দাবি করেছেন বার্লা তা ভিত্তিহীন, সর্বৈব মিথ্যা। আর তার জন্য বার্লাকে বিনা শর্তে চাইতে হবে ক্ষমা। ক্ষমা যে চাইছেন তা লিখিত আকারে দিতে হবে শুভেন্দুকে। একইসঙ্গে ওই নোটিসেই বার্লার উদ্দেশে শুভেন্দুর আইনজীবী লিখছেন, 'যে কোনও সরকারি, বেসরকারি, অথবা রাজনৈতিক ফোরামে আমার মক্কেল সম্পর্কে আর কোনও মানহানিকর মন্তব্য বা কটাক্ষ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আগে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন জন বার্লা। কিন্তু, মানুষের জন্য কাজ করতে চাইলে দল থেকেই তাঁকে বাধা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "১৬০ কোটির হাসপাতাল বানাতে চেয়েছিলাম। রেলের জমিতে হাসপাতাল তৈরি হচ্ছিল। ১০০ শতাংশ ফান্ড জোগাড় করেছিলাম। বিরোধী দলনেতা আটকে দিয়েছিলেন। মানুষের জন্য কাজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, শুভেন্দু অধিকারী আটকে দেন। এভাবে আটকালে কে দলে কাজ করবে?" তাঁর এ মন্তব্য নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। রেগে লাল শুভেন্দু। শুভেন্দু ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তিনি সোজা আইনি নোটিশ ধরালেন জন বার্লাকে।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

গর্ভগৃহটি আসলে ভূগর্ভস্থ একটি গুহা। সেখানে কোনো মূর্তি নেই। শুধু একটি পাথরের সরু গর্ত দেখা যায়। গর্ভগৃহটি ছোটো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সরু খাড়াই সিঁড়ি পেরিয়ে ওখানে পৌঁছাতে হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার জেসিআই-কে চাষের জমি নির্ধারণ ও পাটের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা অনুমানে সহায়তা করছে

কলকাতা, ১৬ মে, ২০২৫

জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (জেসিআই) জাতির সেবায় ৫৪টি গৌরবময় বছর পূর্ণ করেছে। জেসিআই-এর প্রাথমিক দায়িত্ব হল যখনই বাজার মূল্য ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এমএসপি-র নিচে নেমে যায় তখন পাট চাষিদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) সহায়তা প্রদান করা। গত ৫৪ বছরে, জেসিআই পাট চাষিদের পাশে থেকে অভাবজনিত বিক্রি রোধ করেছে।

এই বছর জেসিআই ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫.০৫ লক্ষ কুইন্টাল কাঁচা পাট ২৫২.৩৮ কোটি টাকায় সংগ্রহ করেছে। এমএসপি বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয় এখনও চলছে চাষিদের সহায়তার জন্য। আগামী বছর (২০২৫-২৬) এর জন্য, যা ১ জুলাই ২০২৪ থেকে শুরু হবে, কেন্দ্রীয় সরকার টিডি৩ (মধ্যম গ্রেড) ভিত্তিতে এমএসপি হার ঘোষণা করেছে ৫,৬৫০.০০ টাকা প্রতি কুইন্টাল, আগে মূল্য ছিল ৫,৩৩৫ টাকা। জুট কমিশনারের কার্যালয় ২০২৫-২৬ (জুলাই '২৫ থেকে জুন '২৬) এর জন্য জাত ও শ্রেণী অনুযায়ী এমএসপি হার ঘোষণা করেছে।

এছাড়া, কাঁচা পাটের মান উন্নত করতে এবং পাটের উৎপাদন বাড়াতে জেসিআই জুট-আইসিএআরই বা জুট-আইকেয়ার প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়েছে, যার খরচের দায়িত্ব ন্যাশনাল জুট বোর্ডের এবং শীর্ষস্থানীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইসিএআর-সিআরআইজেএএফ আইসিএআর-ক্রাইজাফ) এবং আইসিএআর-নিনফেট-এর সহায়তাপ্রাপ্ত। এই প্রকল্পটির লক্ষ্য লাভজনকভাবে পাট চাষের যান্ত্রিকীকরণ এবং মাইক্রোবিয়াল কনসোর্টিয়াম ব্যবহার করে দ্রুত মূল্যায়নের মাধ্যমে পাট চাষিদের আয় বৃদ্ধি করা।

সম্প্রতি, জুট-আইসিএআরই ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার (এনআরএসসি)-এর সহযোগিতায় একটি "জিওস্পেশিয়াল ক্রপ সার্ভিল্যান্স অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম" চালু করেছে, যা সমগ্র ভারতের পাট উৎপাদন ও বিপননের ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োগ হবে। এটি সঠিকভাবে চাষের জমি নির্ধারণ এবং পাটের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা অনুমান করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি 'পাটসান মডিউল' নামে একটি প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ হবে, যার বর্তমানে কাজ চলছে। এই বিষয়ে গত অর্থবছরে এনআরএসসি-ইসরো, এনজেবি, জেসিআই-এর মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক মৌ স্বাক্ষর হয়েছে, যা বর্তমানে কার্যকর।

প্রকৃতপক্ষে, দূর অনুধাবনশীল তথ্য' প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় অনেক সুবিধাজনক, বিশেষ করে সময়মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্থানিক চিত্রণ, ব্যাপ্তি এবং খরচের দিক থেকে। উপগ্রহ তথ্য ফসলের এলাকা অনুমান, ফলন ও উৎপাদন অনুমান, ফসলের অবস্থা, মাটির তথ্য প্রাপ্তি, ফসল ব্যবস্থা বোঝা, পরীক্ষামূলক ফসল বীমা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সমাধানে ব্যবহার করা হয়।

এনআরএসসি, টেক্সটাইল মন্ত্রণালয়, জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (জেসিআইএল) এবং ন্যাশনাল জুট বোর্ড (এনজেবি)-এর সাথে মিলে মহাকাশ এবং স্থল তথ্য ব্যবহার করে জুট ক্রপ ইনফরমেশন সিস্টেম (জেসিআইএস) তৈরি করছে পাট ফসলের পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য। সমগ্র ভারতের পাট ক্ষেত্রগুলিকে দেখার জন্য একটি জিওস্পেশিয়াল ক্রপ সার্ভিল্যান্স অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম-ও চালু করা হচ্ছে, যা পাটের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতার সঠিক অনুমানের কাজে লাগবে।

এছাড়া, উপগ্রহ-ভিত্তিক পাট ফসল 'ম্যাপিং স্যাটেলাইট ডেটা' ব্যবহার করে পাট ফসলের চিত্রাঙ্কন করা হয় এবং আরও সুনির্দিষ্ট নমুনা সংগ্রহের জন্য এলাকা চিহ্নিত করা হয়। উপগ্রহ ফলন প্রতিনিধি ব্যবহার করে ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেন্ট (সিসিই) অবস্থান নির্ধারণ করা হচ্ছে, যা জেলা পর্যায়ে সঠিক ফলন অনুমানের সুযোগ করে দিতে সমর্থ। উপগ্রহ-ভিত্তিক পাট ফসলের এলাকা এবং সিসিই-ভিত্তিক পাট শুকনো ফাইবার ফলনকে কেন্দ্র করে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে পাট উৎপাদন নির্ধারিত হয়। জিও-ট্যাগড তথ্যসহ ক্ষেত্রতথ্য সংগ্রহের জন্য একটি মোবাইল অ্যাপও ব্যবহার করা হয় , যা পরে ভুবন জিও-পোর্টালে বিশ্লেষণ এবং দৃশ্যায়নের জন্য রাখা হয়।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন
যেকোনো মেসেজ, ফোন কল বা ইমেল যা আপনাকে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, সি.ভি.ভি নম্বর, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড নম্বরগুলি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তা থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
সমস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা এবং জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। পাসওয়ার্ড মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (MFA) -এর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন
সুরক্ষিত থাকতে সর্বদা আপনার মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিত আপডেট রাখুন।

Wi-Fi নিরাপত্তা
Wi-Fi সর্বদা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন, এক্ষেত্রে WPA3 সক্ষম জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। রাউটার ফার্মওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন।

সাইবার অপরাধ নথিভুক্ত করতে লগ অন করুন www.cybercrime.gov.in - এ অথবা আরও জানতে কল করুন ১৯৩০ নম্বরে

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন
সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

ভারতের সঙ্গে শান্তি আলোচনা করতে চান পাক প্রধানমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

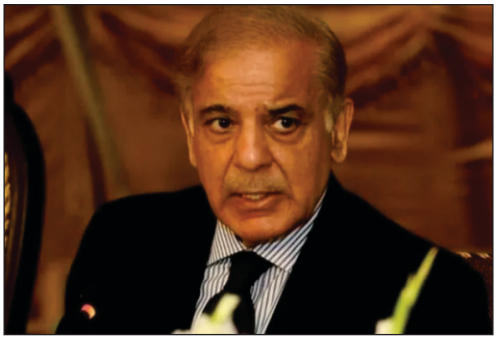

কয়েকদিন যুদ্ধবিরতি চলার পরে এবার পাকিস্তানের মুখে শান্তির বার্তা। বৃহস্পতিবার কামরা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে গিয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান শান্তির পক্ষে। সেজন্য ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি। কিন্তু একই সঙ্গে একটি 'কূট' শর্তও আরোপ করেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, শান্তি আলোচনা যদি শুরু করতে হয়, তাহলে কাশ্মীর নিয়েও আলোচনা করতে হবে। শরিফের এই 'শান্তিবার্তা' ভারত-পাকিস্তানের বর্তমান সম্পর্কের নিরিখে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশ্ন উঠেছে, যুদ্ধপ্রিয় পাকিস্তান হঠাৎ শান্তির পথে কেন?

গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানের মদতে চলা জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয় ২৬ জনের। এই হামলায় প্রত্যক্ষ মদত ছিল পাকিস্তানের। হামলার দায়ও নেয় লস্কর ই তইবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট। এই অবস্থায় পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘরে হামলা চালায় ভারত। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের ৯টি জায়গায় জঙ্গিদের হেড কোয়ার্টার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সেনা ও আইএসআই লালন করছিল এই সন্ত্রাসের কারখানা। সেই ঘটনার পর পাকিস্তানের হামলা ও পালটা হামলার পর বর্তমানে যুদ্ধবিরতি চলছে দুই দেশের মধ্যে। গত ১০ মে এই সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরি। বৃহস্পতিবারই দুই দেশের ডিজিএমও হটলাইনে কথা বলে আগামী ১৮ মে পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশাক দার দাবি করেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠা নিয়ে এ পর্যন্ত যা যা আলোচনা সবটাই হয়েছে সবটাই সামরিক স্তরে। অসামরিক স্তরে সেভাবে আলোচনা শুরুই হয়নি। এবার সেটাই শুরু করার প্রস্তাব দিলেন শাহবাজ শরিফ।

ভারত-পাকিস্তানের মাঝে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক সীমান্তের একটি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে অস্থিতিশীল 'ডি ফ্যাক্টো সীমান্তের' নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর যারা বসবাস করেন, তাদের টিকে থাকতে হয় ভঙ্গুর শান্তি ও সংঘাতের মাঝে।

পেহেলগাওয়ে হামলার পর সাম্প্রতিক উত্তেজনা ভারত ও পাকিস্তানকে আরও একবার খাদের একেবারে কিনারে নিয়ে এসেছে। নিয়ন্ত্রণরেখার দু'পাশে গোলাবর্ষণে সেখানকার বাড়ি-ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, আর জীবন পরিণত হয়েছে 'পরিসংখ্যানে'।

দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘর্ষে ভারতে কমপক্ষে ১৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, অন্যদিকে পাকিস্তানের দাবি, দেশটিতে ৪০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। তবে গোলাবর্ষণের কারণে ঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা এখনো অস্পষ্ট।

কানাডায় বসবাসরত পাকিস্তানি লেখিকা আনাম জাকারিয়া বলেন, 'নিয়ন্ত্রণরেখায় থাকা পরিবারগুলোকে ভারত ও পাকিস্তানের খেয়ালখুশি এবং (দুই দেশের মধ্যে) উত্তেজনার শিকার হতে হচ্ছে।'

পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীর নিয়ে একটা বই লিখেছেন তিনি। আনাম জাকারিয়ার কথায়, 'প্রতিবার গুলি চলা শুরু হলে অনেকে বাঙ্কারে ঢুকে পড়েন, গবাদি পশু ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অবকাঠামো - বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতি এবং অস্থিরতা তাদের দৈনন্দিন বাস্তবতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।'

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ৭৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার বিস্তৃত ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার বা আন্তর্জাতিক সীমান্তসহ ৩৩২৩ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে যুদ্ধবিরতি রেখা হিসেবে তৈরি হয়েছিল নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং ১৯৭২ সালের 'সিমলা চুক্তি'র অধীনে তার নামকরণ করা হয়।

ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই কাশ্মীরকে সম্পূর্ণভাবে দাবি করলেও তারা তা আংশিকভাবে শাসন করে। কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে নিয়ন্ত্রণ রেখা, যা বিশ্বের সবচেয়ে সামরিক সংঘাতের সীমান্তগুলোর মধ্যে একটা। এই অঞ্চলে সংঘাত কখনো 'পিছিয়ে থাকে না'। সেখানে যুদ্ধবিরতি ঠিক ততটাই 'টেকসই', যতটা পরবর্তীতে যে কোনো 'উস্কানিতে' মুহূর্তে চিত্রটাকে বদলে দিতে পারে।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ হ্যাপিমন জেকব বলেন, এখানে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন 'লো লেভেল ফায়ারিং (কম পরিমাণে গুলি চালানো) থেকে শুরু করে বড় পর্যায়ের ভূমি দখল বা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' পর্যন্ত হতে পারে। ভূমি দখল বলতে বল প্রয়োগ করে পাহাড়ের চূড়া, ফাঁড়ি বা বাফার জোনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলো নিজেদের কব্জায় নেওয়া হতে পারে।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, নিয়ন্ত্রণরেখা 'সংঘাতের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং রক্ত দিয়ে টানা সীমান্তের' উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এ ধরনের 'ওয়ারটাইম বর্ডার' বা যুদ্ধকালীন সীমানা দক্ষিণ এশিয়ায় অনন্য নয়।

লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এর আন্তর্জাতিক ও তুলনামূলক রাজনীতির অধ্যাপক সুমন্ত্র বসু জানিয়েছেন, এ ধরনের সীমান্তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুপরিচিত হলো ১৯৪৯ সালের 'গ্রিন লাইন', যা ইসরায়েল ও পশ্চিম তীরের মধ্যে সাধারণ সীমানা হিসাবে স্বীকৃত।

প্রসঙ্গত, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ২০২১ সালে পরমাণু শক্তিধর দুই প্রতিবেশীর (ভারত ও পাকিস্তান) মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর থেকে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর যে 'আপাত শান্ত পরিস্থিতি' বিরাজ করছিল, তা সাম্প্রতিক সংঘর্ষের আবহে সহজেই ভেঙে গিয়েছে।

তবে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে সহিংসতা নতুন কোনও ঘটনা নয়। ২০০৩ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তির আগে, ২০০১ সালে ৪,১৩৪ বার এবং ২০০২ সালে ৫,৭৬৭ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনার অভিযোগ তুলেছে ভারত।

প্রাথমিকভাবে ২০০৩ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তি বহাল ছিল, যদিও ২০০৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এর 'নগণ্য লঙ্ঘন' দেখা গিয়েছে। তবে ২০০৮ সালে আবার উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয় এবং ২০১৩ সালের মধ্যে তা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে, ২০১৩ থেকে শুরু করে ২০২১ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত, নিয়ন্ত্রণ রেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত বড় ধরনের সংঘাতের সাক্ষী থেকেছে। এরপর ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন করে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তাৎক্ষণিক এবং ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধবিরতির লঙ্ঘনের ঘটনা হ্রাস পেয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ২০০৪ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে, নিয়ন্ত্রণ রেখাকে 'সফ্ট বর্ডারে' রূপান্তরিত করার বিষয়টা কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের শান্তি প্রক্রিয়ার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। যদিও শেষপর্যন্ত তেমনটা হয়নি। আন্তর্জাতিক সীমান্তের প্রেক্ষাপটে 'সফ্ট বর্ডার' বলতে এমন এক সীমান্ত যেখানে মানুষ এবং পণ্যের যাতায়াতের ক্ষেত্রে ন্যূনতম তল্লাশি হবে।

বর্তমানে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে আবার উত্তেজনা দেখা গেছে এবং এই পরিস্থিতি যারা ওই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জন্য 'সহিংসতা এবং অনিশ্চয়তার চক্রকে' ফিরিয়ে এনেছে।

সিনেমার খবর

মেট গালায় বেবি বাম্প নিয়ে নজর কাড়লেন কিয়ারা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্বখ্যাত ফ্যাশন আসর মেট গালা এবারও জমকালো আয়োজনে শুরু হয়েছে। বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি এই প্রথমবারের মতো অংশ নিলেন এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে, আর তাও অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়। মাতৃত্বের উজ্জ্বল দীপ্তি আর অনবদ্য ফ্যাশন সেন্সে মুগ্ধ করেছেন দর্শক ও সমালোচকদের।

কিয়ারা মেট গালার লাল গালিচায় হাজির হন ডিজাইনার গৌরব গুপ্তার ডিজাইন করা একটি কালো-সোনালি গাউন পরে। গাউনের সাদা-কালো টেল ও অভিনব কাটিং তার গ্ল্যামারে যোগ করে অনন্য মাত্রা। তার এই ফ্যাশন লুক অন্তঃসত্ত্বা নারীদের আত্মবিশ্বাসের নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবেও প্রশংসিত হয়েছে।

মেট গালার মঞ্চে হাঁটার অভিজ্ঞতা নিয়ে কিয়ারা বলেন, 'অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মেট গালায় হাঁটা আমার কাছে এক বিশেষ অনুভূতি। আমার স্টাইলিস্ট অনৈতা এবং ডিজাইনার গৌরবকে ধন্যবাদ জানাই, যারা এই সুন্দর মুহূর্তটি বাস্তব করে তুলেছেন।'

এই বছর ভারতের পক্ষ থেকে কিয়ারা ছাড়াও মেট গালায় অংশ নেন বলিউড কিং শাহরুখ খান, যিনি প্রথমবার এই মঞ্চে পা রাখলেন। আরও ছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও দিলজিৎ দোসাঞ্জ, যারা নিজ নিজ উপস্থিতিতে ছড়িয়েছেন সৌন্দর্য ও ক্যারিশমার ঝলক।

উল্লেখ্য, গত বছর মেট গালায় আলিয়া ভাট বাজিমাত করেছিলেন সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইন করা শাড়িতে। এ বছর কিয়ারা আদভানির উপস্থিতি নতুন আলোচনার জন্ম দিল মেট গালার বর্ণাঢ্য ইতিহাসে।

সম্প্রতি সফল হয়নি সিনেমা, তবে চেষ্টা চালাচ্ছেন ঋত্বিকা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

২০১৪ সালে বনি সেনগুপ্তর সঙ্গে জুটি বেঁধে 'বরবাদ' সিনেমা করেছিলেন নায়িকা ঋত্বিকা সেন। ২০১৫ সালে অপর্ণা সেনের পরিচালনায় করেন 'আরশিনগর'। সেখানে দেবের নায়িকা হয়েছিলেন ঋত্বিকা। 'শাহজাহান রিজেন্সি' সিনেমা করেন ২০১৯ সালে। পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য আলোচনায় ছিলেন তিনি।

তবে, ২০২০ থেকে যা সিনেমা করেছেন অভিনেত্রী, সেগুলো ফ্লপ। এই মুহূর্তে তার যেসব সিনেমা ঘোষণা হচ্ছে, তার মধ্যে কতগুলো হিট হতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন ঘুরছে টলিপাড়ায়। 'কিলবিল সোসাইটি' সিনেমার ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠানে একটু রাতের দিকে পৌঁছেছিলেন নায়িকা। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

সৃজিতের কোনো সিনেমায় ঋত্বিকাকে আবার দেখা যাবে কিনা সেটি প্রশ্ন।

এর মধ্যে নায়িকার নতুন সিনেমার ঘোষণা হলো। নতুন থ্রিলার সিনেমায় জুটিতে থাকবেন মীর-ঋত্বিকা। নামী অভিনেত্রীর শ্যুটিংয়ে খুন হয়! তদন্ত শুরু করে পুলিশ আর রিপোর্টার। এই নিয়ে সিনেমার গল্প। আতিউল ইসলামের পরিচালনায় সিনেমার অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন দেবলীনা দত্ত, রজতাভ দত্ত, বিশ্বরুপ বিশ্বাস, দেবরাজ ভট্টাচার্য।

সিনেমার গল্প হলো, কলকাতা থেকে প্রায় ৫০ কি.মি. দূরে শ্যুটিংয়ে প্রথমদিন, শ্যুটিং চলাকালে গুলি করে খুন করা হয় শহরের নামকরা অভিনেত্রী অপর্ণা মুখার্জিকে। তার সাবেক স্বামী সৃজন বন্দ্যোপাধ্যায় পেশায় নামকরা চিত্র পরিচালক। খুন, রহস্যের মোড়কে সিনেমা শুরু হয়। তদন্ত যত গভীরে যায়, তত যেন সম্পর্কের সমীকরণ, মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা, অসৎ পথে নিজের জীবনযাপন করা, প্রতিপত্তির চূড়ায় ওঠার জন্য কীভাবে পাশে থাকা মানুষটাও একদিন শত্রু হয়ে ওঠে সেগুলোই ফুটে উঠতে থাকে। আতিউল পরিচালিত এর আগের সিনেমা অবশ্য দর্শক টানতে পারেনি। তাই এবার কী হয়, সেটি দেখার অপেক্ষা।

'দাদাসাহেব ফালকে' ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেত্রী রুক্মিণী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নাট্যমঞ্চে যাত্রা শেষ হয়েছিল মাত্র ২২ বছর বয়সে, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন 'নটী বিনোদিনী'। সেই কালজয়ী চরিত্রে অভিনয় করে এবার জাতীয় স্বীকৃতি পেলেন অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র। 'বিনোদিনী' চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য তাকে '১৫তম দাদাসাহেব ফালকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ সেরা অভিনেত্রী হিসেবে সম্মানিত করা হয়েছে।

এই স্বীকৃতি পেয়ে আবেগে ভাসছেন রুক্মিণী। আনন্দ ভাগ করে নিতে গিয়ে তিনি বলেন, ''সত্যি বলতে 'বিনোদিনী' আমায় ভরিয়ে দিয়েছে। দু'হাত ভরে আশীর্বাদ পাচ্ছি। এতটাই খুশি হয়েছিলাম যে প্রথমে খবরটা বিশ্বাসই হয়নি।'

তিনি জানান, পরিচালক রাম কমল মুখোপাধ্যায় ফোন করে প্রথম এই সুসংবাদ দেন, যদিও তখন রুক্মিণী ঘুমোচ্ছিলেন। এমনকি রাম কমল পরে তাঁর মাকেও খবরটি জানান, কারণ এটি ছিল রুক্মিণীর জন্য এক বিশেষ সারপ্রাইজ।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিনোদিনীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'স্টার থিয়েটার'-এর নাম বদলে 'নটী বিনোদিনী থিয়েটার' রাখার ঘোষণা করেছিলেন। সেই আবহে রুক্মিণীর এই জাতীয় সম্মান যেন আরও তাৎপর্যপূর্ণ। অভিনেত্রী জানান, ''আমি শুটিং সেরে এসে রোজ মায়ের সঙ্গে বিনোদিনীর জীবনের যন্ত্রণা নিয়ে কথা বলতাম। আর আজ যখন এই পুরস্কার পেয়েছি, মা শুধু জিজ্ঞেস করছে—'তুই কী খাবি বল তো!''

রুক্মিণীর কাছে এই পুরস্কার শুধু এক প্রাপ্তি নয়, বরং ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজের অনুপ্রেরণা। তার কথায়, 'এই সিনেমাটি আজীবন আমার হৃদয়ের কাছাকাছি থাকবে। তবে 'বিনোদিনী'র থেকে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো 'বিনোদিনী থিয়েটার'। আমি সত্যিই সম্মানিত।''

অভিনেত্রীর এই অর্জনে গর্বিত তার সহ-অভিনেতা এবং দীর্ঘদিনের সঙ্গী দেবও। তিনি টুইটারে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন,'১৫তম দাদাসাহেব ফালকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জেতায় রুক্মিণীকে শুভেচ্ছা। তোমার এই শক্তিশালী ভূমিকায় অভিনয় উজ্জ্বল হয়ে থাকুক।'

সাবেক টটেনহ্যাম তারকা অ্যালান হাটন

রোনালদো চাইলে ৪৫ বছর বয়সেও খেলতে পারবেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

৪১ বছরে পা রেখেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। যখন তার সমবয়সী অনেক তারকাই অবসর নিয়ে কোচিং বা বিশ্রামে ব্যস্ত, তখন রোনালদো মাঠে দাপটের সঙ্গে খেলে যাচ্ছেন। গোলের পর গোল করে প্রমাণ করছেন, বয়স তার কাছে কেবলই একটি সংখ্যা।

সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসরের হয়ে চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৩৩টি গোল করে শীর্ষ গোলদাতার তালিকায় আছেন রোনালদো। জাতীয় দলের জার্সিতেও নিয়মিত খেলছেন। সামনে ২০২৬ সালের যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকো বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করাটা প্রায় নিশ্চিত। এমন সময় সাবেক টটেনহ্যাম ও অ্যাস্টন ভিলা রাইটব্যাক অ্যালান হাটন মনে করেন, রোনালদো চাইলে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত খেলে যেতে পারবেন।

বয়েলস্পোর্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হাটন বলেন, 'রোনালদোর পেশাদারিত্ব ও শরীরের প্রতি যত্ন অসাধারণ। তিনি যেভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন, যদি বড় কোনো ইনজুরি না হয়, তাহলে ৪৫ বছর বয়সেও খেলা চালিয়ে যেতে পারবেন। তিনি যে লিগে খেলছেন, সেটা ইউরোপের মতো প্রতিযোগিতামূলক না হলেও তার কর্মনিষ্ঠা এবং আত্মবিশ্বাস বলছে, তিনি এখনও গোল করার ক্ষমতা রাখেন।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'রোনালদো এখনও নিজেকে দারুণ ফিট রাখছেন। তিনি যদি মনে করেন যে, আরও কয়েক বছর খেলতে পারবেন, তাহলে সেটা সত্যিই সম্ভব। শরীর ও মন যখন প্রস্তুত থাকে, তখন থেমে যাওয়ার কোনো মানে নেই।'

রোনালদো ইতোমধ্যে আল-নাসরের হয়ে ১০৮ ম্যাচে করেছেন ৯৭টি গোল। গত মৌসুমে লিগে ৩৫ গোল করে জিতেছেন সৌদি গোল্ডেন বুট। এবারের মৌসুমেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এগিয়ে চলেছেন তিনি।

‘আত্মতৃপ্তি নিয়েই টেস্ট ছেড়েছে কোহলি’

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়গুলোর একটির সমাপ্তি টেনেছেন বিরাট কোহলি। টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে যাত্রা শেষ করলেন দীর্ঘ ১৪ বছরের এক গৌরবময় অধ্যায়। আর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাবেক কোচ রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে তার হয়েছিল একান্ত আলাপ। শাস্ত্রী জানালেন—এই সিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র দোটানা ছিল না কোহলির এবং অবসরের পর কোনো আফসোসও নেই তার, আত্মতৃপ্তি নিয়েই কোহলি টেস্ট ছেড়েছেন।

কোহলির অধিনায়কত্বের বেশিরভাগ সময় ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে ছিলেন শাস্ত্রী। দ্য আইসিসি রিভিউ-তে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রী বলেন, “ওর (বিরাট কোহলি) ঘোষণার এক সপ্তাহ আগে আমি ওর সঙ্গে কথা বলি। সে বলেছিল, টেস্ট ক্রিকেটকে সে তার সব দিয়ে ফেলেছে। তার চোখে কোনো সংশয় দেখিনি। তখনই বুঝেছিলাম, সময়টা এসেছে। মন তার শরীরকে বলে দিয়েছে, এবার বিদায় নেওয়ার সময়।”

রবি শাস্ত্রী

শাস্ত্রী আরও বলেন, “ওর মনে কোনো আফসোস নেই। হয়ত অনেকেই চায় ও আরো খেলুক, কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা ভাবে। ওয়ানডে এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে এখনো অনেক কিছু দেওয়ার আছে কোহলির। তাই এই সিদ্ধান্তে তার কোনো অনুশোচনা থাকার প্রশ্নই আসে না।”

টেস্টকে বিদায় বললেও, এখনো ক্রিকেট থেকে বিদায় নিচ্ছেন না কোহলি। সামনে রয়েছে একদিনের ক্রিকেটের মঞ্চ এবং বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ, যেখানে তার অভিজ্ঞতা ও পারফরম্যান্সের ছাপ রাখতে চান তিনি। শাস্ত্রী বলেন, “ও বিশ্বাস করে, ওয়ানডে ফরম্যাটে সে এখনো দারুণভাবে অবদান রাখতে পারবে। সামনে অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটও আছে ওর জন্য।”

শাস্ত্রীর মতে, “গত এক দশকে ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভক্ত-সমর্থক বিরাটের। তার উদযাপন, তার তীব্রতা শুধু ড্রেসিং রুমেই নয়, ছড়িয়ে পড়েছে দর্শকদের ঘরেও। এমন ‘ইনফেকশাস পার্সোনালিটি’ খুব কম দেখা যায়।”

২০১১ সালের জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টেস্টে পা রেখেছিলেন কোহলি। গত ১৪ বছরে খেলেছেন ১২৩ টেস্ট, ৩০ সেঞ্চুরিসহ করেছেন ৯২৩০ রান।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR